প্রথম আলো

তারিখ 06 AUG 2015
পৃষ্ঠা ২ কলাম ৬

দুই ছাত্রীকে যৌন নির্যাতনের অভিযোগ

গাজীপুরে শিক্ষকের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ

গাজীপুর প্রতিনিধি ●

গাজীপুরের বাঘিয়া এলাকায় একটি বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের বিরুদ্ধে দুই ছাত্রীকে যৌন নির্যাতনের অভিযোগ উঠেছে। এর প্রতিবাদে গতকাল বুধবার এলাকাবাসী ও শিক্ষার্থীরা বিক্ষোভ করেছেন। এ ঘটনায় বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ওই শিক্ষককে কারণ দর্শানোর নোটিশ দিয়েছে।

এলাকার কয়েকজন বাসিন্দা ও বিদ্যালয়ের একাধিক শিক্ষার্থী সূত্রে জানা গেছে, গাজীপুর সিটি করপোরেশনের বাঘিয়া এলাকার একটি উচ্চবিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক সম্প্রতি নবম শ্রেণির দুই ছাত্রীকে ডেকে নিয়ে উসকানিমূলক কথাবার্তা বলেন ও কু-প্রস্তাব দেন। তাঁর প্রস্তাবে রাজি না হলে ওই ছাত্রীদের পরীক্ষায় নম্বর কম দেওয়ার হুমকি দেন তিনি। ওই দুই শিক্ষার্থীকে প্রায়ই তিনি এমন প্রস্তাব দিতেন। পরে তারা কৌশলে একদিনের কথোপকথন মুঠোফোনে রেকর্ড করে বিষয়টি তাদের অভিভাবকদের জানায়।

এ খবর এলাকায় ছড়িয়ে পড়লে গতকাল সকাল ১০টার দিকে এলাকাবাসী, অভিভাবক ও শিক্ষার্থীরা বিক্ষোভ করে ওই শিক্ষককে বহিষ্কার ও তাঁর দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি করেন। তাঁরা প্রধান শিক্ষককে বিদ্যালয় থেকে বের করে দিয়ে কার্যালয়ে তালা লাগিয়ে দেন। খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে এলাকাবাসীকে বুঝিয়ে পরিস্থিতি শান্ত করে। পরে স্থানীয় কাউন্সিলর, পুলিশ ও বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্যরা জরুরি বৈঠকে বসেন। এ সময় অভিযুক্ত শিক্ষককে তিন দিনের মধ্যে এলাকাবাসীর অভিযোগের বিষয়ে জবাব চেয়ে কারণ দর্শানোর নোটিশ দেয় বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। প্রয়োজনীয় তদন্ত শেষে ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে তাঁরা এলাকাবাসীকে আশ্বাস দেন। এমন পরিস্থিতিতে বিদ্যালয়টি গতকাল ছুটি ঘোষণা করে কর্তৃপক্ষ। এ ব্যাপারে এলাকাবাসী গতকাল গণস্বাক্ষর দিয়ে বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনা কমিটির কাছে একটি অভিযোগও দেন।

বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনা কমিটির সভাপতি মো. সামছুল হক সরকার বলেন, এ ব্যাপারে এলাকাবাসীর একটি লিখিত অভিযোগ পেয়েছি। এ ঘটনায় প্রধান শিক্ষককে কারণ দর্শানোর নোটিশ দেওয়া হয়েছে।

গাজীপুর সিটি করপোরেশনের ১১ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর আজাহারুল ইসলাম মোল্লা বলেন, বিষয়টি গুরুত্ব দিয়ে দেখা হচ্ছে। কারণ দর্শানোর নোটিশের জবাব পাওয়ার পর আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

জয়দেবপুর থানাধীন কোনাবাড়ী পুলিশ ক্যাম্পের উপপরিদর্শক (এসআই) মোবারক হোসেন জানান, প্রধান শিক্ষকের বিরুদ্ধে কিছু লোক বিক্ষোভ করেছেন। বুধবার সন্ধ্যা পর্যন্ত ওই শিক্ষকের বিরুদ্ধে কেউ যৌন হয়রানির কোনো অভিযোগ করেননি। সুনির্দিষ্ট অভিযোগ না পাওয়ায় তাঁর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া যাচ্ছে না।

তবে প্রধান শিক্ষক বলেন, তাঁর বিরুদ্ধে যে অভিযোগ উঠেছে, তা মিথ্যা। তিনি দাবি করেন, তাঁকে ষড়যন্ত্র করে বিদ্যালয় থেকে সরিয়ে দিতে একটি চক্র উঠেপড়ে লেগেছে।